দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংঘাতের সঙ্কটে ঢাবি

আবার সহিংসতা শুরু হয়েছে ঢা
বিশ্ববিদ্যালয়ে। অসুস্থ রাজনীতি আগ্নেয়গিরি
জ্বালামুখ যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাইরে
বিতর্কিত রাজনৈতিক ইস্যুগুলো নিয়ে প্রায়শ
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি। গ
মঙ্গলবার ছাত্রলীগের একটি পূর্বঘোষি
কর্মসূচী ছিল। পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃ
ছিল প্রধান ইস্যু। অপরাজেয় বাংলা
াদদেশে সমাবেশ চলাকালে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা আক্রান্ত হন। কয়েকটি গ্রু
পর্যুপরি আক্রমণ চালায়। ফলে আহত হন ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর ব্যাপারী
াধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনসহ অর্ধশত নেতাকর্মী প্রহৃত হন। অভিযো
য়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাঁদের নির্যাতন করা হয়েছে
লিশ কাছাকাছি অবস্থানে থাকলেও ঠেকায়নি।

সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, ছাত্রদলের কর্মীর
য়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে সমাবেশটির ওপর দফায় দফায় আক্রমণ চালায়
াত্রদলের পরিচিতি থাকলেও ছাত্রশিবির কর্মীরাও এই হামলায় অংশ নেয়
াবির নামের সংগঠনটি দীর্ঘ দু'দশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসছাড়া
পরাজেয় বাংলা নির্মাণে বাধা দিতে গিয়ে সেই যে আশির দশকে সর্বদলীয়
াত্রঐক্যের প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল সেই থেকে আর তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
ংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। এখন জোট সরকারের তত্ত্বাবধানে
াত্রদলের সঙ্গে মিলে আবার তারা সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। অভিযোগ
ঠছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পক্ষপাতমূলক অবস্থান নিয়েছে। যে কোন উচ্চতর
ক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়টা যখন ঘটে তখনই সমস্যা ঘোরালো হয়ে পড়ে।
শঙ্কা বাড়ে আরও খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান
র্তৃপক্ষ যদি একটি বা দু'টি ছাত্র সংগঠনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তাহলে
াবহ সংঘাত দেখা দেয়ার আশঙ্কা থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ছাত্র সংগঠনকে
মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন বরং রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড় হয়ে যাতে তারা
কের মুখে না পড়ে সে দিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি
য়া উচিত।

ইস্যুটি নিয়ে ছাত্রলীগ সমাবেশ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ইস্যুটি এখন
শ সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। সম্প্রতি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন সাধন করা
ছে। ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়ে স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ককে আবার উস্কে দেয়া
ছে। সারা দেশেই শিক্ষানুরাগী এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা
য়েছে। দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে শুধু ছাত্রলীগই নয় আরও আটটি
সংগঠন মঙ্গলবার একযুক্ত বিবৃতি দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির নিন্দা
নিয়েছে। এ সংগঠনগুলোও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয়। আগামীতে
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণ চলতে থাকলে ঢাকা
বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে একটি মেরুকরণ ঘটতে পারে এবং যে
াধের সূচনা গত মঙ্গলবার হয়েছে সে বিরোধ অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় চলে
ত পারে। এ কারণে আমরা চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বড়
নৈতিক দলগুলো এখনই সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। কোনভাবেই যেন
শ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত না হয় সে উদ্যোগ নিতে হবে।